ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ।

বিষয় ঃ <u>নূতন সংযোগ/মিটার বদল সংক্রান্ত ফরম।</u>

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ....., আবেদন পত্রের ক্রমিক নং ঃ .....
দোকান নং ঃ ..... দোকান বরাদ্দের পত্র নং ঃ ..... ।

২। দোকানের প্রকৃতি কাঁচা/পাকা/সেমিপাকা।

৩। দোকান কে নির্মাণ করেছেন ? ঃ .....

৪। অনুমোদিত নকশা ঃ আছে/নাই ।

৫। অনুমোদিত নকশা না থাকলে কার নির্দেশে দোকান নির্মিত হয়েছে ঃ .....

৬। আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত লোডের পরিমাণ ঃ ..... কিলোওয়াট।

৭। ট্রান্সফরমারের বর্তমান লোডের বিবরণ ঃ (ক) লোড ক্যাপাসিটি ..... (খ) নতুন সংযোগ ব্যতীত লোডের পরিমান ..... (গ) নতুন সংযোগ দেয়া হলে ট্রান্সফরমার লোড বহন করতে পারবে কি না ঃ হ্যা/না।

<u>মিটার বদলানোর ক্ষেত্রে ঃ</u>

৮। হিসাব নম্বর ঃ ..... মিটারের বর্তমান অবস্থা ঃ খারাপ/ভাল।

৯। মিটার নং ঃ ....., মিটার রিডিং ঃ ....., স্থাপনের জন্য নূতন মিটার নং ঃ ..... মিটার রিডিং ঃ ....., মিটার খারাপ হওয়ার তারিখ ঃ..... ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

১০। **<u>রেভিনিউ শাখার মন্তব্য ঃ</u>**

(ক) উলেখিত নূতন/পুরাতন দোকান নম্বর সঠিক/সঠিক নয়।
(খ) আবেদনকারী দোকানের সঠিক মালিক/ভাড়াটিয়া।
(গ) আবেদনকারীর নিকট অত্র দপ্তরের কোন প্রকার বকেয়া কর পাওনা আছে/নাই।
(ঘ) সংযোগ প্রদানে রেভিনিউ শাখার সুপারিশ ঃ সুপারিশ করা হলো/হলো না।

<u>রেভিনিউ অফিসার</u>
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

১১। **<u>বিল করণিক/লেজার করণিকের মন্তব্য ঃ</u>**

(ক) উলেখিত দোকানে পূর্বের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল/ছিল না।
(খ) উলেখিত দোকানে বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া পাওনা আছে/নাই।

বিল করণিকের স্বাক্ষর
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

১২। **<u>প্রকৌশল শাখার মন্তব্য ঃ</u>**

(ক) উপরোক্ত তথ্যাদি/বকেয়া ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নূতন সংযোগ/মিটার বদল এর অনুমোদন প্রদান করা যাইতে পারে/পারে না।
(খ) উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে নূতন সংযোগ/মিটার বদলের অনুমোদন দেওয়া যাইতে পারে/পারে না।
(গ) আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক ..... কিলোওয়াট লোড/নূতন কানেকশন পুরাতন মিটার বদল করিয়া নূতন মিটার স্থাপন করার অনুমোদন প্রদান করা সম্ভব/সম্ভব নয়।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পানি ও বিদ্যুৎ)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

অনুমোদন দেয়া যায়/যায় না।

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।